বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ, ঢাকা।
(স্পেশাল অরিজিন্যাল জুরিজডিকশান)

রীট পিটিশন নং ৮৫৯৭/২০০৮

ইন দি ম্যাটার অফঃ
বাংলাদেশ সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী
একটি আবেদনপত্র
এবং
ইন দি ম্যাটার অফঃ
মাসুদা বেগম গং
---------- দরখাস্তকারীগণ।
বনাম
বাংলাদেশ সরকার গং
---------- প্রতিবাদীগণ।
জনাব কামাল উল আলম, এ্যাডভোকেট,
সঙ্গে জনাব মোনতাসির উদ্দিন আহমেদ,
এ্যাডভোকেট
----------দরখাস্তকারীগণ পক্ষে।
জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম তালুকদার, ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল
-- ৩ নং প্রতিবাদী পক্ষে।

শুনানী ঃ ২১ জুলাই, ০৩, ১২ আগষ্ট, ২০১০ খ্রিঃ।
রায় ঃ ১২ আগষ্ট, ২০১০ খ্রিঃ।

উপস্থিতঃ
বিচারপতি জনাব এ, এইচ, এম, শামসুদ্দিন চৌধুরী
এবং
বিচারপতি জনাব শেখ মোঃ জাকির হোসেন

বিচারপতি শেখ মোঃ জাকির হোসেনঃ

ইহা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদ এর বিধান মতে একটি রীট আবেদন পত্র।

দরখাস্তকারীগণ বিবিধ কেইস নং-৪৬/২০০৮ এর ১৩/১০/২০০৮ ইং তারিখের আদেশ যাহা ৪নং প্রতিবাদী কর্তৃক প্রদত্ত তাহা চ্যালেঞ্জসহ উক্ত বিবিধ কেইসের বরাতে

দরখাস্তকারীদের নামে বিবিধ কেইসের ভূমির নাম জারীর প্রার্থনা যাহা ৪নং প্রতিবাদী উক্ত তারিখে মন্তব্যক্রমে জেলা প্রশাসক এর নিকট প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা আইনসঙ্গত কর্তৃত্ব ব্যতিরেকে এবং উহার আইনগত কোন কার্যকারিতা নাই মর্মে ঘোষণাসহ অত্র রীট আবেদন দায়ের করিয়াছেন।

অত্র আদালতের একটি বিজ্ঞ দ্বৈত বেঞ্চ নিম্নোক্ত মর্মে রুল নিশি জারী করেনঃ

> “Let a Rule Nisi be issued calling upon the respondents to show cause as to why order No.01 dated 13.10.2008 (Annexure-I-1) passed by respondent no. 4 in Miscellaneous Case No. 46 of 2008 shall not be declared to have been passed without lawful authority and is of no legal effect and/or such other or further order or orders as to this court may seem fit and proper.
>
> The Rule is made returnable within 2(two)weeks from date.
>
> The petitioner is directed to put in requisites for service of notice upon the respondents in the usual course and through registered post.”

রুলটি নিস্পত্তির স্বার্থে দরখাস্তকারী পক্ষে রীট আবেদন পত্রের সংক্ষিপ্ত ঘটনার বিরবণ এই যে; ঢাকা জেলার সাবেক মৌজা শহর ঢাকা, হালে রমনা সি,এস, ১৬৮৩৭ নং খতিয়ানের সি,এস, ২২ নং দাগের ০.৬৯ একর এবং ২৩ নং দাগের ০.১৪=.৮৩ একর সম্পত্তিসহ অন্যান্য দাগের সম্পত্তি রেকর্ডীয় মালিক ছিলেন নবাব স্যার সলিমুল্লাহ বাহাদুর। তিনি ভোগ দখলে থাকা অবস্থায় তাহার স্বত্ব দখলীয় সমস্ত সম্পত্তি ব্যবস্থাপনার জন্য নওয়াব কোর্ট অব ওয়ার্ডস এস্টেটের অধীনে ন্যস্ত করেন। তৎপর উক্ত এস্টেটের দায়িত্বে একজন চীফ ম্যানেজার নিয়োগ হন। উক্ত চীফ ম্যানেজার নওয়াব এষ্টেটের সম্পত্তি প্রজাদের মধ্যে সেলামী ও খাজনার মাধ্যমে বন্দোবস্ত প্রদান করিতেন। সেই মতে অত্র রীট আবেদনকারীগণের পূর্বসূরী স্বামী ও

পিতা মৃত মীর নওশের আলী নালিশী সম্পত্তিসহ আরো সম্পত্তি সেলামী ও খাজনার বিনিময়ে বন্দোবস্ত পাওয়ার জন্য ১৭.১০.১৩৫২ বঙ্গাব্দে চীফ ম্যানেজার ঢাকা নওয়াব কোর্ট অব ওয়ার্ডস এর বরাবরে আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে যথাযথ প্রক্রিয়া ও আনুষ্ঠানিকতা প্রতিপালন সাপেক্ষে কথিত সম্পত্তিসহ মোট ৫৪.২৯ একর সম্পত্তি ৬৫০/- টাকা সেলামীতে মাসিক ৫০/- টাকা খাজনা ধার্যে নওয়াব এষ্টেট হইতে বন্দোবস্তমূলে প্রাপ্ত হন এবং দখল বুঝিয়া পান।

উপরোক্ত প্রক্রিয়ায় মৃত মীর নওশের আলী কথিত সম্পত্তির বন্দোবস্ত প্রাপ্ত হইয়া খাজনাদি প্রদানে নালিশী সম্পত্তির চতুর্দিকে পাকা বাউন্ডারী দেওয়াল নির্মাণ করিয়া শান্তিপুর্ণভাবে ভোগ দখলে থাকেন। কিন্তু গত এস,এ রেকর্ডের সময় দরখাস্তকারীগণের পূর্বসূরী মীর নওশের আলীর নামে এস,এ রেকর্ডভূক্ত না হইয়া ভুলক্রমে নওয়াব ওয়াকফ এস্টেটের পক্ষে মোতাওয়াল্লী মেজর খাজা হাসান আসকারীর নামে রেকর্ড হইলে উক্ত রেকর্ডের বিরুদ্ধে উল্লিখিত নওশের আলী বাদী হইয়া ঢাকার সাবেক তৃতীয় সাব জজ বর্তমানে তৃতীয় যুগ্ম জেলা জজ আদালতে এস্টেটের চীফ ম্যানেজার, ঢাকা নওয়াব কোর্ট অব ওয়ার্ডস ও আলহাজ্ব খাজা আব্দুল গণি, মোতাওয়াল্লী ঢাকা নওয়াব ওয়াকফ এস্টেট গণকে বিবাদী করিয়া দেওয়ানী মোকদ্দমা ৭৫০/১৯৮৫ দায়ের করেন। উক্ত মোকদ্দমায় ১নং বিবাদী চীফ ম্যানেজার ঢাকা নওয়াব কোর্ট অব ওয়ার্ডস এস্টেট প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। অপরদিকে ওয়াকফ এস্টেট ২নং বিবাদী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। উক্ত মোকদ্দমায় দরখাস্তকারীগণের পূর্বসূরী মৃত মীর নওশের আলীর অনুকূলে রায়-ডিক্রী হয়। তদনুযায়ী কথিত মীর নওশের আলী উক্ত মোকদ্দমার রায়-ডিক্রীর আলোকে এস.এ খতিয়ানে তাহার নাম খারিজ করিয়া ১৪০৮ বাংলা সন পর্যন্ত খাজনাদি প্রদানে নালিশী সম্পত্তি শান্তিপূর্ণ ভোগদখলে থাকা অবস্থায় ৫নং প্রতিবাদী রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের অফিসের লোকজন দরখাস্তকারীদের পূর্বসূরী মীর নওশের আলীকে নালিশী সম্পত্তি হইতে বেদখল করিবার চেষ্টা করিলে মীর নওশের আলী বাদী হইয়া ৫নং প্রতিবাদী

রাজউক সাবেক ঢাকা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টকে একমাত্র বিবাদীভূক্ত করে ঢাকার চতুর্থ সহকারী জজ আদালতের দেওয়ানী মোকদ্দমা নং-২৬১/১৯৯১ দায়ের করেন।

অতঃপর উক্ত দেওয়ানী মোকদ্দমায় বিবাদী হিসাবে ঢাকা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট বর্তমানে রাজউক ৫নং প্রতিবাদী লিখিত বর্ণনা দাখিলক্রমে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা অবস্থায় মোকদ্দমাটি পঞ্চম অতিরিক্ত সহকারী জজ আদালতে বদলী হয় এবং পুনঃ নম্বর হয় দেওয়ানী মোকদ্দমা ১৩/১৯৯১। উক্ত মোকদ্দমা চলাকালীন অবস্থায় দরখাস্তকারীদের পূর্বসূরী জনাব মীর নওশের আলী ৫নং প্রতিবাদী তথা উল্লেখিত মামলার বিবাদী কর্তৃক বে-আইনীভাবে নালিশী সম্পত্তি হইতে বেদখল হন। পরবর্তীতে উক্ত মোকদ্দমায় সমস্ত আনুষ্ঠানিকতা শেষে বিবাদী ৫নং প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে রায় ও ডিক্রী হয় এবং রায় প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে নালিশী সম্পত্তি দখল দরখাস্তকারীর পূর্বসূরী জনাব মীর নওশের আলীর বরাবরে বুঝাইয়া দেওয়ার জন্য বিজ্ঞ আদালত নির্দেশ প্রদান করেন।

উক্ত দেওয়ানী মোকদ্দমা ১৩/১৯৯১ এর রায় ও ডিক্রীর বিরুদ্ধে ৫নং প্রতিবাদী জেলা জজ আদালতে দেওয়ানী আপীল নং-২৩৪/১৯৯৬ দায়ের করেন। পরবর্তীতে দেওয়ানী আপীল মোকদ্দমাটি বিচারের জন্য দ্বিতীয় অতিরিক্ত জেলা জজ আদালতে বদলী হয় এবং শুনানী শেষে উক্ত আপীল মোকদ্দমাটি না-মঞ্জুর হয় ফলে দেওয়ানী মোকদ্দমা নং-১৩/১৯৯১ এর রায় ও ডিক্রী বহাল থাকে। তৎপর ৫নং প্রতিবাদী উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে সিভিল রিভিশন নং-১৯২/১৯৯৮ দায়ের করেন। উক্ত সিভিল রিভিশনটির রুল দোতরফা শুনানীতে খারিজ হয়। ইহার পরও ৫নং প্রতিবাদী মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগে লীভ টু আপীল নং-৬৮৯/২০০৬ দায়ের করেন। দোতরফা সূত্রে উক্ত লীভ টু আপীল খারিজ হয়। তথা দেওয়ানী মোকদ্দমা নং-১৩/১১৯১ এর রায় ও ডিক্রী দরখাস্তকারীর পূর্বসূরীর পক্ষে সর্বোচ্চ আদালত পর্যন্ত বহাল থাকে।

ইতিমধ্যে দরখাস্তকারীদের পূর্বসূরী মীর নওশের আলী ইন্তেকাল করিলে তাহার উত্তরাধিকারী ওয়ারিশ হিসাবে দরখাস্তকারীগণ দেওয়ানী মোকদ্দমা নং-১৩/১৯৯১ এর ডিক্রীর বুনিয়াদে দেওয়ানী ডিক্রী জারী মামলা নং-১/২০০৭ দায়ের করেন। উক্ত মামলায় আদালতের নির্দেশের মাধ্যমে পুলিশের সহায়তায় ১৭/০৩/২০০৮ খ্রিঃ দরখাস্তকারীগণ নালিশী সম্পত্তি দখল প্রাপ্ত হন এবং উপরে বর্ণিত বিভিন্ন আদালতসহ সর্বোচ্চ আদালতের রায় মোতাবেক নালিশী সম্পত্তির নাম জারীর জন্য ৪নং প্রতিবাদীর অফিসে আবেদন করিলে তাহা ১৩/১০/২০০৮ খ্রিঃ নিম্নোক্ত মন্তব্যক্রমে জেলা প্রশাসক বরাবরে প্রেরণ করেন।

"ভূমি মন্ত্রণালয়ের নির্দেশের আলোকে বর্ণিত বিষয়ে বিজ্ঞ সরকারী কৌসুলীর মতামত গ্রহণের সাপেক্ষে বিষয়টির উপর ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত নির্দেশনার জন্য নথিটি জেলা প্রশাসক, ঢাকা মহোদয় বরাবরে প্রেরণ করা হইল," যাহার বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ হইয়া দরখাস্তকারীগণ অত্র রীট আবেদন দায়ের করিলে অত্র রুলের উদ্ভব হয়।

অন্যদিকে ৩নং প্রতিবাদী এভিডেভিট-ইন-অপজিশন দাখিল করিয়া দরখাস্তকারী পক্ষের মূল বক্তব্য অস্বীকার করিয়া বর্ণনা করেন যে, দরখাস্তকারীগণের রীট আবেদনের ৪নং অনুচ্ছেদ হইতে ১৩ নং অনুচ্ছেদের বক্তব্য দালিলিক ব্যাপার, যাহা প্রমাণের দায়িত্ব দরখাস্তকারীগণের এবং রীট আবেদনের ১৪ হইতে ১৬ নং অনুচ্ছেদের নিবেদন (Submission) আইনের চোখে কোন নিবেদন (Submission) নয়। অধিকন্তু রীট আবেদনকারীগণ অত্র রীটে যে সকল হেতুবাদ (Grounds) নিয়েছেন তাহার কোন আইনগত ভিত্তি নাই। ৩নং প্রতিবাদী পক্ষ আরো বর্ণনা করেন যে, দরখাস্তকারীগণের পূর্বসূরী স্থায়ী নিষেধাজ্ঞার নিমিত্তে ৫ম অতিরিক্ত সহকারী জজ আদালতে যে দেওয়ানী মোকদ্দমা নং-১৩/১৯৯১ নং মোকদ্দমায় যে রায়-ডিক্রী হাসিল করেন তাহাতে শুধুমাত্র ৫নং প্রতিবাদীকে একমাত্র বিবাদী হিসাবে সম্পৃক্ত করেন। কিন্তু ১ হইতে ৪নং প্রতিবাদীদেরসহ উক্ত মোকদ্দমায় পক্ষভূক্ত না করার জন্য কথিত নালিশী সম্পত্তিতে তাহাদের স্বত্ব স্বামীত্ত মালিকানা ও দখল

সম্পর্কে সম্পৃক্ততা উপস্থাপন করার সুযোগ পান নাই। আরো বর্ণনা করেন অনুরুপভাবে দরখাস্তকারীদের পূর্বসূরীর দায়েরকৃত স্বত্ব ষোঘণার মোকদ্দমা যাহার নং-৭৫০/১৯৮৫, যাহা তৃতীয় সাব জজ আদালত, ঢাকা হইতে রায় ডিক্রী হয়। সেখানেও শুধুমাত্র ঢাকা নওয়াব কোর্ট অব ওয়ার্ডস এস্টেট এবং ঢাকা নওয়াব ওয়াকফ এস্টেটকে বিবাদীভূক্ত করেন। কিন্তু ১ হইতে ৪নং প্রতিবাদীদের উক্ত মোকদ্দমায় পক্ষভূক্ত না করার জন্য কথিত নালিশী সম্পত্তিতে তাহাদের স্বত্ব স্বামীত্ত ও দখল সম্পর্কে সম্পৃক্ততা উপস্থাপন করার সুযোগ পান নাই। আরো বর্ণনা করেন, কথিত নালিশী সম্পত্তি এল,এ,কেইস নং-১০/১৯৯৬-৯৭ মূলে অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তি, যাহা বিগত ১০.০৬.১৯৯৯ খ্রিঃ এ বাংলাদেশ গেজেটের মাধ্যমে বিজ্ঞপ্তি আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। এমতাবস্থায় অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তি হিসাবে দরখাস্তকারীগণের উক্ত কথিত সম্পত্তিতে স্বত্ব স্বামীত্ত ও মালিকানা যাহা ছিল তাহা লোপ পাওয়াসহ কথিত সম্পত্তিতে খাজনা প্রদানের নিমিত্ত খতিয়ান খোলার কোন সুযোগ নাই। কিন্তু দরখাস্তকারীগণ উক্ত অধিগ্রহণের আদেশ যাহা বাংলাদেশ গেজেটে ১০.০৬.১৯৯৯ খ্রিঃ এ প্রকাশিত হইয়াছে উক্ত আদেশ চ্যালেঞ্জ করিয়া দরখাস্তকারীগণ এখন পর্যন্ত কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই বিধায় বর্তমান কলেবরে দরখাস্তকারীদের রীট আবেদনটি রক্ষণীয় নহে। ৩নং প্রতিবাদী পক্ষে তাহাদের এফিডেভিট-ইন-অপজিশনে আরো বর্ণনা করেন যে, কথিত সম্পত্তির প্রকৃত মালিক নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহ বাহাদুর তিনি ০১.০৬.১৮৫৪ খ্রিঃ একটি ওয়াকফনামা করিয়া যান। পরবর্তীতে মেজর নওয়াব খাজা হাসান আসকারী উক্ত ওয়াকফ এস্টেটের মোতাওয়াল্লী নিয়োজিত হন এবং উক্ত ওয়াকফ এস্টেটের পক্ষে মোতাওয়াল্লী হিসাবে মেজর নওয়াব খাজা হাসান আসকারীর নামে এস,এ রেকর্ড যথার্থই হইয়াছে। অতঃপর তিনি ওয়াকফ প্রশাসকের যথাযথ অনুমোদনের ভিত্তিতে কথিত নালিশী সম্পত্তিসহ ৩.৮৩৩৮ একর সম্পত্তি আমেরিকান দূতাবাসের বরাবরে ০৮.০৬.১৯৬৪ খ্রিঃ ৫০৯২ নং রেজিস্ট্রিকৃত দলিলমূলে হস্তান্তর করেন। পরবর্তীতে আমেরিকান দূতাবাস এবং ৫নং প্রতিবাদীর মধ্যে আপোস বন্টনমূলে আমেরিকান

দূতাবাস তাহাদের উপরিউল্লিখিত দলিলের সম্পত্তির সঙ্গে বর্তমান বারিধারায় সম্পত্তির বিনিময় করেন যাহা রেজিস্ট্রীকৃত দলিলমূলে সম্পন্ন হয়। পরবর্তীতে ২৭.১০.১৯৯৮ খ্রিঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে আন্তঃ মন্ত্রণালয়ের মিটিং এ উল্লেখিত অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়কে হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং তাহার সকল কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রহিয়াছে।

রুলটি শুনানীকালে দরখাস্তকারীগণের পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব কামাল উল আলম সঙ্গে জনাব মোনতাসির উদ্দিন আহমেদ আইনজীবী উপস্থিত হইয়া রীট আবেদনের বক্তব্য সমর্থন করিয়া বক্তব্য উপস্থাপন করেন যে, কথিত নালিশী সম্পত্তিতে দরখাস্তকারীগণের মালিকানা সর্বোচ্চ আদালত কর্তৃক নির্ধারিত হইয়াছে, তাহারা আদালতের মাধ্যমে দখলপ্রাপ্ত হইয়াছেন এবং সর্বোচ্চ আদালতসহ নিম্ন আদালতের রায় ডিক্রীসহ সংশ্লিষ্ট যাবতীয় কাগজপত্র সহকারে নালিশী সম্পত্তি নাম জারীর নিমিত্তে ৪নং প্রতিবাদী বরাবরে দরখাস্ত দাখিল করেন। যাহার পরিপ্রেক্ষিতে নামজারী জমাভাগ কেইস/বিবিধ কেইস নং-৪৬/২০০৮ উদ্ভব হয়। কিন্তু ৪নং প্রতিবাদীর বরাবরে দরখাস্তকারীগণের পক্ষে দাখিলকৃত সর্বোচ্চ আদালতের রায়কে উপেক্ষা করিয়া দরখাস্তকারীগণের বরাবরে কথিত নালিশী সম্পত্তির নামজারীর আবেদন পত্র মন্তব্যক্রমে তর্কিত আদেশবলে জেলা প্রশাসক বরাবরে প্রেরণ করেন। উক্ত মন্তব্য ৪নং প্রতিবাদী কর্তৃক আদালত অবমাননার সামিল। ৪নং প্রতিবাদী সর্বোচ্চ আদালতের রায়কে উপেক্ষা করিয়া যে তর্কিত আদেশ প্রদান করিয়াছেন তাহা আইনসঙ্গত কর্তৃত্ব ব্যতিরেকে এবং তাহার কোন আইনগত কার্যকারিতা নাই, বিধায় উক্ত আদেশটি রদ-রহিত হইবে। এই বিষয়ে তিনি ৫৩ ডি,এল,আর(এইচসিডি), ৫০৭ আবদুল মতিন-বনাম-বাংলাদেশ প্রতিনিধিত্বে সচিব ভূমি মন্ত্রণালয় মোকদ্দমার নজীর উল্লেখ করেন। যেখানে সিদ্ধান্ত হয় যে;-

> "Since the question of title and possession have been settled by the highest Court of the country the Additional Deputy Commissioner (Revenue) had, in fact,

no option in law but to mutate the name of the petitioner by correcting the record of right. ″

ইহা ছাড়াও তিনি নিবেদন করেন যে, যেখানে সর্বোচ্চ আদালত কর্তৃক জমির মালিকানা ও দখল সম্পর্কে চূড়ান্ত আদেশ বা ডিক্রী হইয়াছে সেখানে রেভিনিউ কর্মকর্তা হিসাবে ৪নং প্রতিবাদীর নাম জারীর আদেশ প্রদান বা খতিয়ান সংশোধনের বিকল্প কিছু করার এখতিয়ার নাই। এক্ষেত্রে তিনি The State Acquisition & Tenancy Act 1950 (রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন ১৯৫০) এর ৫৪ ধারার বিষয়বস্তুর প্রতি আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

অধিকন্তু তিনি নিবেদন করেন যে, কথিত অধিগ্রহণ যেখানে ১৯৯৬-১৯৯৭ সালে, যাহার এল, এ কেইস নং-১০/১৯৯৬-৯৭ কিন্তু উল্লেখিত নাম জারীর দরখাস্তে শুনানীর পূর্ব মুহূর্ত তথা ১৩/১০/২০০৮ পর্যন্ত উক্ত অধিগ্রহণের কথা ৫নং প্রতিবাদী কখনই প্রকাশ করেন নাই। যাহা বিজ্ঞ আদালতের সঙ্গে প্রতারণাসহ আদালত অবমাননার শামিল।

বিজ্ঞ আইনজীবীর উপরোক্ত নিবেদনের ভিত্তিতে জোরালো আবেদন এই যে, সার্বিক বিবেচনায় রীট মোকদ্দমার রুলটি ন্যায় বিচারের স্বার্থে চূড়ান্ত (এ্যাবসলিউট) হইবে।

অন্যদিকে বিজ্ঞ ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম তালুকদার, ৩নং প্রতিবাদী পক্ষের দাখিলকৃত এফিডেভিট-ইন-অপজিশনের বর্ণনা সমর্থন করিয়া নিবেদন করেন যে, দরখাস্তকারী পক্ষের দাখিলকৃত ১৬২ পৃষ্ঠার বিশাল রীট আবেদনপত্রের বিষয়বস্তু তাহাদের সম্পত্তির মালিকানা সংক্রান্ত। যাহা স্বীকৃত মতে সর্বোচ্চ আদালত হইতে তাহাদের মালিকানা নির্ধারণ হইয়াছে মর্মে দেখা যায়। যেখানে মালিকানার বিষয় কোন প্রশ্ন উত্থাপন করার সুযোগ নাই। তবে তর্কিত আদেশে [এ্যানেক্সার-I(1)] তৃতীয় পক্ষ কোর্ট অব ওয়ার্ডসের বক্তব্য অনুযায়ী দেখা যায়, দরখাস্তকারীর পূর্বসূরীর দেওয়ানী মোকদ্দমা ৭৫০/১৯৮৫ মামলার রায় ডিক্রী তঞ্চকী ও যোগসাজসী মর্মে উহা বাতিলের প্রার্থনায় ঢাকা নওয়াব কোর্টস অব

ওয়ার্ডস এস্টেট কর্তৃক ঢাকার তৃতীয় যুগ্ম জেলা জজ আদালতে দায়েরকৃত বিবিধ মামলা নং ৩৬/২০০৫ এখনও বিচারাধীন আছে। তিনি আদালতের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া নিবেদন করেন যে, দরখাস্তকারীর পূর্বসূরীর কথিত বন্দোবস্ত নামার পরে কোন এস,এ, আর,এস, মহানগর কোন জরিপের খতিয়ান বা রেকর্ড বিজ্ঞ আদালতের সামনে কখনো আসে নাই। যদিও বিষয়টি রীট এখতিয়ারের বিচার বিশ্লেষণের কোন সুযোগ নাই বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন।

তিনি আরো নিবেদন করেন যে, কথিত নালিশী ভূমিসহ আরো সম্পত্তিসহ (সর্বমোট ৩.৮৩৩৮একর) আমেরিকান দূতাবাস ০৮/০৬/১৯৬৪ খ্রিঃ ৫০৯২ নং রেজিস্ট্রীকৃত দলিলমূলে খরিদ করিয়াছিলেন। যাহা পরবর্তীতে ৫নং প্রতিবাদীর সঙ্গে বিনিময় হয়। কিন্তু দরখাস্তকারীদের পূর্বসূরীর স্বত্ব ঘোষণার মামলাটি ১৯৮৫ সালের এবং স্থায়ী নিষেধাজ্ঞার মোকদ্দমা দায়ের হয় শুধুমাত্র ৫নং প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে ১৯৯১ সালে। যেহেতু ১৯৯১ সালের ১৩ নং মোকদ্দমার রায় রীট দরখাস্তকারীদের পূর্বসূরীর অনুকূলে প্রচারিত হইয়াছে এবং তাহা সর্বোচ্চ আদালত পর্যন্ত বহাল রহিয়াছে সেহেতু এই বিষয়ে নতুন করিয়া কোন নিবেদন করার সুযোগ প্রতিবাদী পক্ষের নাই।

সর্বোপরি তিনি নিবেদন করেন যে, গুরুত্বপূর্ণ জনস্বার্থে কথিত নালিশী ভূমিসহ (সর্বমোট ৩.৮২৩৮ একর) এল,এ,কেইস ১০/১৯৯৬-১৯৯৭ এর আওতায় অধিগ্রহণ করা হইয়াছে এবং যাহার ক্ষতিপূরণ বাবদ ১১,৫৬,৫৪,৩৯৯.৩২ (এগার কোটি ছাপান্ন লক্ষ চুয়ান্ন হাজার তিনশত নিরানব্বই টাকা বত্রিশ পয়সা) টাকা ৫নং প্রতিবাদী ২নং প্রতিবাদীর সংশ্লিষ্ট খাতে নিয়ম মাফিক অনেক আগেই জমা প্রদান করিয়াছেন কিন্তু দরখাস্তকারীর পক্ষ হইতে উক্ত এল,এ কেইস এর বিরুদ্ধে কোন আপত্তি উত্থাপন করেন নাই, সেহেতু বর্তমান কলেবরে দরখাস্তকারীদের রীট আবেদনটি রক্ষণীয় নহে বিধায় খারিজযোগ্য। এই বিষয়ে তিনি ৬০

ডি,এল,আর (এডি),৭ বাংলাদেশ গং-বনাম-নওয়াব আবদুল মালিক জুট মিলস লিঃ মোকদ্দমায় নজির উপস্থাপন করেন।

ইহা ছাড়াও তিনি আরো নিবেদন করেন যে, তর্কিত আদেশটি রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন ১৯৫০ (The State Acquisition & Tenancy Act 1950) এর ১৪৭ ধারার বিধান মতে আপীলযোগ্য বিধায় দরখাস্তকারীগণের আপীলের সুযোগ তথা বিকল্প প্রতিকারের সুযোগ বিদ্যমান। সেহেতু দরখাস্তকারীগণ সেই সুযোগ গ্রহণ না করিয়া তথা উক্ত আইনের বিধান প্রতিপালন না করিয়া সরাসরি রীট এখতিয়ারে অত্র আবেদন দাখিল করিয়াছেন যাহা রক্ষণীয় নহে মর্মে খারিজযোগ্য।

দরখাস্তকারীগণের পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীর বক্তব্য এবং দরখাস্তের সারাংশ হইল কথিত নালিশী সম্পত্তির মালিকানা সর্বোচ্চ আদালত ইহতে চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত হইয়াছে সেই অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় অধিকরণ ও প্রজাস্বত্ব আইনের ৫৪ ধারার বিধান অনুযায়ী ৪নং প্রতিপক্ষের দরখাস্তকারীগণের নামে নামজারী তথা খতিয়ান সংশোধনের বিকল্প কোন এখতিয়ার নাই।

যাহার স্বপক্ষে তিনি ৫৩ ডি,এল,আর(এইচসিডি), ৫০৭ আবদুল মতিন-বনাম-বাংলাদেশ প্রতিনিধিত্বে সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয় সিদ্ধান্তের বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কিন্তু ৪নং প্রতিবাদী রাষ্টীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনের ৫৪ ধারার বিধান লংঘন করিয়া বে-আইনী কার্যকলাপ করিয়াছেন, যাহা আইনসঙ্গত কর্তৃত্ব ব্যতিরেকে করা হইয়াছে এবং দরখাস্তকারীগণ তাহাদের নামে নালিশী সম্পত্তির নামজারী/খতিয়ান সংশোধন পাওয়ার আইনগত হকদার।

অন্যদিকে ৩নং প্রতিবাদী পক্ষের এফিডেভিট-ইন-অপজিশন এবং বিজ্ঞ ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেলের বক্তব্যের সার সংক্ষেপ হইল, দরখাস্তকারীগণের তর্কিত আদেশ যাহা ৪নং প্রতিবাদী কর্তৃক প্রদত্ত তাহা রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন ১৯৫০ এর ১৪৭ ধারার বিধান অনুযায়ী আপীলযোগ্য আদেশ তথা উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে দরখাস্তকারীগণের বিকল্প সমপ্রদফল/প্রতিকার পাওয়ার সুনির্দিষ্ট বিধান রহিয়াছে বিধায় অত্র কলেবরে রীট আবেদনটি

রক্ষণীয় নহে। ইহা ছাড়াও দ্বিতীয় যুক্তি হইতেছে যে, যেহেতু নালিশী সম্পত্তি গুরুত্বপূর্ণ জনস্বার্থে এল,এ কেইস ১০/১৯৯৬-৯৭ মূলে অধিগ্রহণ করা হইয়াছে এবং ক্ষতিপূরণের টাকা ৩নং প্রতিবাদীর সংশ্লিষ্ট দপ্তরে জমা হইয়াছে এবং বর্তমানে কথিত নালিশী সম্পত্তি আন্তঃমন্ত্রণালয়ের মিটিং এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়কে হস্তান্তর করার নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন এবং যেহেতু দরখাস্তকারীগণ এল,এ ১০/১৯৯৬-৯৭ এর বিরুদ্ধে কোন আপত্তি উত্থাপন করেন নাই, সর্বশেষ এল,এ কেইস যথাযথ নিয়ম প্রতিপালন সাপেক্ষে ১০ জুন, ১৯৯৯ খ্রিঃ স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল অধ্যাদেশ ১৯৮২ এর ১১(২) উপধারা অনুযায়ী বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়, সেহেতু বর্তমানে অত্র রীট মোকদ্দমায় দরখাস্তকারীগণের নালিশী সম্পত্তি সম্পর্কে কোন দাবী দাওয়া উত্থাপন করার কোন এখতিয়ার নাই বিধায় রীট আবেদনটি খারিজ হইবে।

আমাদের সামনে বিচার্য বিষয় যে, দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীর বক্তব্য অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন ১৯৫০ এর ৫৪ ধারার বিধান অনুযায়ী ৪নং প্রতিবাদী দরখাস্তকারীগণের নামে নালিশী ভূমি নামজারী করিতে বাধ্য কিনা এবং যদি তিনি তাহা না করেন তবে তর্কিত আদেশের বিরুদ্ধে বিকল্প কোন প্রতিকার ছিল কিনা? অন্যদিকে প্রতিবাদী পক্ষের বক্তব্য অনুযায়ী রীট আবেদনটি রক্ষণীয়তার অভাবে খারিজ হইবে কিনা?

উভয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীদের নিবেদন (Submission) এর মূল বিষয়বস্তু হইতে দরখাস্তকারীদের বিজ্ঞ আইনজীবী সাহেব এর বক্তব্য অনুযায়ী তর্কিত আদেশটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী আইন সঙ্গত কর্তৃত্ব ব্যতিরেকে, যাহার কোন কার্যকারিতা নাই। অন্য দিকে ৩নং প্রতিবাদীপক্ষের বিজ্ঞ ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল এর বক্তব্য হইতেছে অত্র রীট আবেদনটি রক্ষণীয় নয়। কেননা দরখাস্তকারীদের বিকল্প প্রতিকার এর বিধান নির্দিষ্ট রহিয়াছে। অধিকন্তু স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল অধ্যাদেশ ১৯৮২ এর বিধানে বার রহিয়াছে।

প্রথমে আমরা দরখাস্তকারীর ১৩/১০/২০০৮ ইং তারিখের তর্কিত আদেশের দিকে দৃষ্টিপাত করিব। যাহা ৪নং প্রতিবাদী কর্তৃক প্রদত্ত, উক্ত আদেশের শেষের অংশ নিম্নরুপঃ

"কিন্তু ১০/১৯৯৬-৯৭ এল এ কেইসমূলে তফসিলী ভূমি সরকার কর্তৃক হুমুল দখল করা হয় এবং তাহার গেজেট প্রকাশিত হয়। বর্ণিত মোকদ্দমাসমূহের আবেদনকারীগণের মালিকানা সুস্পষ্টভাবে প্রাপ্ত হলেও অত্র আদালত কর্তৃক তাদের অনুকূলে ব্যবস্থা গ্রহণের কোন সুযোগ নেই। কারণ তফসিলী মোকদ্দমা ভূমি সরকার কর্তৃক হুকুম দখলকৃত সরকারী সম্পত্তি। ভূমি মন্ত্রণালয়ের ১১.০৪.১৯৮৭ খ্রিঃ/২৭.১২.১৩৯৩ বাং তারিখের ৬-৩৬/৮৩ (অংশ)৪৭৩(১২৮) নং স্মারকের সর্বশেষ সার্কুলারে বলা হয়েছে এরুপ সরকারী সম্পত্তি উচ্চ আদালত হতে রায় প্রাপ্ত হলেও মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ ব্যতীত অবমুক্তি/ভূমি উন্নয়নকর গ্রহণ করা যাবে না। তাই ভূমি মন্ত্রণালয়ের নির্দেশের আলোকে বর্ণিত বিষয়ে বিজ্ঞ সরকারী কৌসুলীর মতামত গ্রহণ সাপেক্ষে বিষয়টির উপর ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্তে নির্দেশের জন্য নথিটি জেলা প্রশাসক, ঢাকা মহোদয় বরাবরে প্রেরণ করা হল।"

উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত মন্তব্যক্রমে আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে অত্র আদালত ক্ষুব্ধ হইয়া ৪নং প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে স্বপ্রণোদিত হইয়া আদালত অবমাননার রুল ইস্যু করিলে পরবর্তীতে ৪নং প্রতিবাদী স্ব-শরীরে আদালতে হাজির হইয়া নিঃস্বার্থ ক্ষমা প্রার্থনা করিলে বিজ্ঞ আদালত তাহাকে আদালত অবমাননার দায় হইতে অব্যাহিত প্রদান করেন।

৪নং প্রতিবাদী কর্তৃক প্রদত্ত উল্লেখিত আদেশটির বিরুদ্ধে দরখাস্তকারীগণের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন ১৯৫০ এর ১৪৭ ধারার বিধান অনুযায়ী ৩নং প্রতিবাদীপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীর বক্তব্য অনুযায়ী আপীলের সুস্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট বিধান ছিল কিনা? এখানে বিষয়টি পরিপূর্ণভাবে অনুধাবন করার সুবিধার্থে উল্লেখিত ধারাটি নিম্নে বর্ণিত হইল; যাহা

> "Section-147. Appeals-Subject to any special provisions for appeal made in this Part or in any rules made under this Act. an appeal shall lie from every original or

appellate order made under any of the provisions of this Part by a Revenue-officer as follows, namely:

(a) To the Collector, when the order is made by a Revenue-officer, subordinate to the Collector;

(aa) To the Commissioner of the division, when the order is made by the Collector of a district within the division; and

(b) Omitted.

(c) To the Board of Land Administration when the order is made by the Commissioner of a division."

অত্র ধারার বিশ্লেষণে প্রতীয়মান যে, অধীনস্থ রাজস্ব কর্মকর্তার আদেশের বিরুদ্ধে আপীল মঞ্জুর করিবার ক্ষমতা হইয়াছে। রেভিনিউ অফিসারের আদেশের বিরুদ্ধে কালেক্টরের নিকট আপীলের বিধান সম্পর্কে ১৯৫০ সালের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনের ১৪৭ ধারায় বিশেষভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে, অত্র আইনের পঞ্চম অধ্যায় প্রণীত আপীলের জন্য কোন বিশেষ বিধানসমূহ সাপেক্ষে অথবা এই আইনের অধীনে গঠিত যে কোন বিধিমালা অনুসারে অথবা এই আইনের পঞ্চম অধ্যায় বর্ণিত বিধি-বিধানের আওতায় রেভিনিউ অফিসার কর্তৃক প্রদত্ত যে কোন আদিম অথবা আপীল আদেশের বিরুদ্ধে নিম্নতম পদ্ধতি মতে 'আপীল' করা যাইবে।

কালেক্টরের অধঃস্তন কোন রাজস্ব অফিসারের দেওয়া মূল আদেশের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট জেলার কালেক্টরের নিকট আপীল দায়ের করা যাইবে।

কালেক্টরের অধঃস্তন বলিতে উপজেলা রাজস্ব কর্মকর্তা বা সহকারী কমিশনার ভূমিকে বুঝায়। কালেক্টর বলিতে রাজস্ব বিষয় সম্পর্কে তদারকী ও নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে প্রত্যেক জেলায় একজন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক নিয়োজিত থাকেন। তাহার নিকটই রাজস্ব কর্মকর্তা বা সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা হয়। তিনিই কালেক্টর হিসাবে উক্ত আপীল শুনানী ও নিষ্পত্তি করিয়া থাকেন। তাহার আদেশে কোন পক্ষ ক্ষুব্ধ হইলে বিভাগীয়

কমিশনারের (অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার রাজস্ব) নিকট আপীল করিতে পারে। বিভাগীয় কমিশনারের রায়ের বিরুদ্ধে ভূমি প্রশাসন বোর্ডের নিকট আপীল করা যায়।

আইনের উক্ত ধারাটি বিচার বিশ্লেষণে ইহা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান যে, তর্কিত আদেশটির বিরুদ্ধে দরখাস্তকারীগণের উর্দ্বতন কর্তৃপক্ষের বরাবরে আপীল করার সুস্পষ্ট বিধান ছিল। কিন্তু দরখাস্তকারীগণ সেই সুযোগ গ্রহণ করেন নাই। অধিকন্তু এল,এ কেইস ১০/১৯৯৬-৯৭ যাহা দরখাস্তকারীগণের ভাষ্যমতে তর্কিত আদেশের বিবিধ কেইস শুনানীকালেই দরখাস্তকারীগণ অবগত হন। কিন্তু উক্ত এল,এ কেইসের আদেশের বিরুদ্ধেও The Acquisition & Requisition of immovable property ordinance, 1982 (স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল অধ্যাদেশ, ১৯৮২) এর 8 ধারার বিধান অনুযায়ী কোন আপত্তি দরখাস্তকারীগণ উত্থাপন করেন নাই। দরখাস্তকারীগণের বিজ্ঞ আইনজীবীর বক্তব্য অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন ১৯৫০ এর ৫৪ ধারার বিধান অনুযায়ী ৪নং প্রতিবাদীপক্ষ কার্য সম্পন্ন না করিয়া অন্যায় বা বেআইনী কাজ করিয়াছেন। বিজ্ঞ আইনজীবী রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন ১৯৫০ এর ৫৪ ধারা বিষয়বস্তু যেভাবে অনুধাবন পূর্বক উপস্থাপন করিয়াছেন সেইভাবে এই মামলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য সমস্ত রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনের উদ্দেশ্য ও অধ্যায় অনুযায়ী বিষয়বস্ত সম্পর্কে সামগ্রিক বিবেচনা করিতে হইবে। রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনে সর্বমোট ১৯ টি অধ্যায় রহিয়াছে। এখানে ৫৪ ধারার অধ্যায়টির বিষয়বস্তু বুঝিতে হইলে ৭নং অধ্যায়ের সম্পূর্ণ বিষয়টি যেখানে ৪৯ হইতে ৫৬ ধারাগুলি সন্নিবেশিত তাহার শিরোনামের বিষয়ে সর্বপ্রথম লক্ষ্য করিতে হইবে, যাহা হইতেছে "Revision of the compensation assesment–roll and the decision of dispute with regard to compensation" (ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণী সংশোধন ও ক্ষতিপূরণ সম্পর্কিত বিবাদের মীমাংসা)।

উক্ত অধ্যায় এর শিরোনামের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া ৫৪ ধারার বিষয়বস্তু অনুধাবন করিতে হইবে। সেক্ষেত্রে দেখা যায় ৫৪ ধারার শিরোনাম হইতেছে "Correction of the compensation Assessment-roll" (ক্ষতিপূরণ বিবরণী সংশোধন) ধারাটি সম্পূর্ণরুপে উপস্থাপন করিলে বিষয়টি আরো পরিস্কার হইবে।

"54. **Correction of the compensation assessment roll** -The Revenue-officer shall make such alterations in the records-of-rights or the Compensation Assessment-roll as may be necessary to give effect to any directions issued by the Commissioner or other officer under section 49 or an order made by a Special Judge under section 51 or section 53 or under sub-section (4) of section 52 or to any final order or decree of a Civil Court or High Court passed in any suit, appeal or proceeding declaring titld to, and or possession of any land."

বঙ্গানুবাদঃ-ধারা-**৫৪। ক্ষতিপূরণ বিবরণী সংশোধনঃ** রাজস্ব কর্মকর্তা খতিয়ান অথবা ক্ষতিপূরণ বিবরণীতে যা ৪৯ ধারা অনুসারে কমিশনার অথবা অন্য কর্মকর্তা কর্তৃক জারিকৃত নির্দেশ অথবা ৫১,৫৩ অথবা ৫২ ধারার (৪) উপধারা অনুসারে বিশেষ জজ কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ অথবা কোন জমির মালিকানা অথবা দখল ঘোষণা করে কোন মামলা। আপীল অথবা প্রেসিডিং-এর কোন দেওয়ানী আদালত অথবা হাইকোর্টের চূড়ান্ত আদেশ অথবা ডিক্রী কার্যকরী করার কোন প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনবেন।

রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন ১৯৫০ এর ৫৪ ধারাটি স্বয়ং সম্পূর্ণ নহে তাহার সঙ্গে ৪৯, ৫১,৫৩ এবং ৫২(৪) ধারার সম্পৃক্ততা রহিয়াছে। ৪৯ ধারার সঙ্গে ৪১ ধারা, ৫১ ধারার সঙ্গে ৪৮(৪) ধারা, ৪২ ধারা এবং ৫৩ ধারার সঙ্গে ১৯(২) ধারা, ৩১(২) ধারা, ৪৬(ক)(২) ধারার সম্পৃক্ততা রহিয়াছে, উল্লেখিত ধারাগুলি বিচার বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়

যে, ৫৪ ধারাটি মূলতঃ রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনের ফলে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণী সংশোধন সম্পর্কিত বিষয়। যেখানে বিজ্ঞ আইনজীবীর নিবেদন (Submission) মতে মালিকানা সম্পর্কীয় বিষয় নহে, বিধায় অত্র নাম জারীর ক্ষেত্রে ৫৪ ধারার বিধানাবলী প্রয়োগের কোন সুযোগ ৪নং প্রতিবাদীপক্ষের ছিল না বিধায় দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীর বক্তব্য বিবেচনার কোন সুযোগ নাই।

অন্যদিকে তর্কিত আদেশের বিরুদ্ধে যেহেতু রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন ১৯৫০ এর ১৪৭ ধারার বিধান অনুযায়ী উর্দ্বতন কর্তৃপক্ষ বরাবর সুস্পষ্ট আপীলের এখতিয়ার রহিয়াছে, সেহেতু দরখাস্তকারী পক্ষ সেই সুযোগ গ্রহণ না করিয়া সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদে সরাসরি রীট এখতিয়ারে অত্র দরখাস্ত অত্র আদালতে দায়ের করিয়াছেন তাহা রক্ষণীয় কিনা? এক্ষেত্রে যেহেতু দরখাস্তকারী পক্ষের তর্কিত আদেশের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন ১৯৫০ এর ১৪৭ ধারায়, যাহা পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে তাহার বিধান অনুযায়ী বিকল্প প্রতিকারের সুযোগ ছিল, সেহেতু দরখাস্তকারীগণ সেই সুযোগ গ্রহণ না করিয়া অত্র রীট এখতিয়ারের যে আবেদন দাখিল করিয়াছেন তাহা রক্ষণীয়তার অভাবে খারিজযোগ্য। এই বিষয়ে আমাদের সর্বোচ্চ আদালতের ২৯ ডি,এল,আর(এডি) ২৩২ শফিকুর রহমান-বনাম-সার্টিফিকেট অফিসার মোকদ্দমার নজির প্রণিধানযোগ্য। যেখানে সিদ্ধান্ত হয় যে,

> "If the alternative remedy is adequate and equally efficacious, in that case such an alternative remedy is a positive bar to the exercise of the writ jurisdiction even though the writ concerned is in the nature of certiorari."

অন্যদিকে ৩নং প্রতিবাদী পক্ষের নিবেদন (Submission) অনুযায়ী যেহেতু কথিত ভূমি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ জনস্বার্থের জন্য অধিগ্রহণ করা হইয়াছে এবং তাহা বিধিবদ্ধ পদ্ধতিতে সরকারে ন্যস্ত হইয়াছে এবং সরকারের আন্তঃমন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বর্তমানে উহা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়কে হস্তান্তর করা হইয়াছে, সেহেতু বর্তমানে

দরখাস্তকারীদের অত্র সম্পত্তিতে মালিকানা দাবী করার আরো কোন সুযোগ নাই, যদি তাহাদের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয় তবে শুধুমাত্র ক্ষতিপূরণ ব্যতীত। এই ক্ষেত্রে ৩নং প্রতিবাদী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীর ৬০ ডি,এল,আর (এডি),৭ বাংলাদেশ গং-বনাম-নওয়াব আবদুল মালিক জুট মিলস লিঃ মোকদ্দমার নজির এখানে বিশেষভাবে গ্রহণযোগ্য। যেখানে সিদ্ধান্ত হয় যে,

> "Once the property is acquired and gazette notification is published under section 5(7) of the Emergency Requisition of Property Act, the right, title and interest if any of the owners are extinguished and preparation of Khatian or payment of rent does not improve the position of the orginal owners in respect of acquired land."

একটি বিষয়ে আমাদের মনোযোগ দারুণভাবে আকর্ষণ করে, তাহা হইল দরখাস্তকারীদের পূর্বসূরী নালিশী কথিত সম্পত্তি ১৭/১০/১৩৫২ বঙ্গাব্দে তথা ১৯৪৭ খ্রিঃ বন্দোবস্ত পান কিন্তু এস,এ, খতিয়ান সংশোধন এর জন্য মামলা করেন ১৯৮৫ সালে যাহার পূর্বে আর,এস জরিপ সম্পন্ন হইয়াছে, এতদিন পরে এস,এ, খতিয়ান সংশোধন এবং আর,এস, খতিয়ান ও মামলা চলাকালে মহানগর জরিপের বিষয়ে কোন বক্তব্য আমরা কোন পক্ষের নিকট হইতে পাই নাই। যেহেতু কথিত নালিশী ভূমির মালিকানা সম্পর্কে সর্বোচ্চ আদালত হইতে নির্ধারণ হইয়াছে সেই ক্ষেত্রে এ বিষয়ে নতুন করিয়া কোন মন্তব্য বা অভিমত প্রকাশের এখতিয়ার এই আদালতের নাই বিধায় আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ অন্তঃসারশূণ্য।

সার্বিক বিবেচনায় ইহা সুস্পষ্টত প্রতীয়মান যে, দরখাস্তকারীগণের তর্কিত আদেশ এর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন ১৯৫০ এর ১৪৭ ধারার বিধান অনুযায়ী আপীলের সুনির্দিষ্ট বিধান ছিল এবং ৪নং প্রতিবাদীর কথিত তর্কিত আদেশ একই আইনের ৫৪ ধারা পরিপন্থী নহে। অধিকন্তু কথিত নালিশী সম্পত্তিসহ আরো সম্পত্তি জনস্বার্থে গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনে তথা দেশে সর্বপ্রথম সর্বোচ্চ চিকিৎসা বিদ্যাপিঠকে উল্লেখিত অধিগ্রহণকৃত ভূমি হস্তান্তরের

বিষয় নীতিগত সিদ্ধান্ত সরকারের সর্বোচ্চ মহলে গৃহীত হইয়াছে সেহেতু স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল অধ্যাদেশ ১৯৮২ এর ৫ ধারার বিধান অনুযায়ী কথিত সম্পত্তির অধিগ্রহণ সম্পর্কে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করার সুযোগ নাই।

এই ক্ষেত্রে ৫০ ডি,এল,আর(এডি) ১১ আলহাজ্জ্ব আবুল বাশার তাহার মৃত্যুতে তাহার ওয়ারিশগণ হোসনে-আরা-বেগম গং-বনাম-বাংলাদেশ মোকদ্দমার নজির উল্লেখ্য, যেখানে সিদ্ধান্ত হয় যে,

> "...Once property is validly acquired after meeting the legal formalities it vested in the Government and its previous owner does not have any right to ask return of the same for its non utilization for the specific purpose for which it was acquired."

ইহা ছাড়াও ৩৭ ডি,এল,আর(এডি) ১৬১, আলিয়ান খান গং-বনাম-বাংলাদেশ গং মোকদ্দমার নজিরও এই ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যেখানে সিদ্ধান্ত হয় যে,

> "Property has been acquired for valid purpose the civil court has no Jurisdiction to question the acquition."

উল্লেখ্য যে, তর্কিত আদেশে দেখা যায় তৃতীয় পক্ষ কোর্ট অব ওয়ার্ডস এর বক্তব্য অনুযায়ী দরখাস্তকারীদের উল্লেখিত দেওয়ানী মোকদ্দমা ৭৫০/১৯৮৫ এর রায় ডিক্রি তঞ্চকী ও যোগসাজোসভাবে হাছিল মর্মে তাহা বাতিলের নিমিত্তে বিবিধ মামলা ৩৬/২০০৫ এখনো বিচারাধীন রহিয়াছে। সেই ক্ষেত্রে নালিশী কথিত সম্পত্তির মালিকানা নিয়া এখনো দেওয়ানী মোকদ্দমা চূড়ান্ত হয় নাই বলিয়া প্রতীয়মান সেই ক্ষেত্রেও দরখাস্তকারীগণের রীট এখতিয়ারের আবেদন করার আইনগত প্রতিবন্ধকতা রহিয়াছে। এই ক্ষেত্রে আমাদের সর্বোচ্চ আদালতের ২১ ডি,এল,আর (এডি) ৬০, শাহজাদি বেগম ওয়াকফ এষ্টেট-বনাম-সেক্রেটারী, মিনিষ্টারী অব কমিউনিকেশন (রোডস এন্ড রেলওয়ে) ঢাকা গং

মোকদ্দমার নজির প্রণিধানযোগ্য। যেখানে সিদ্ধান্ত হয় যে, "Pendency of Civil suit and appeal-Writ petition not maintainable."

আমরা দরখাস্তকারীগণের দরখাস্ত, ৩নং প্রতিবাদী পক্ষের এফিডেবিট-ইন-অপজিশন, উভয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীদের বক্তব্য এবং তাহাদের উল্লেখিত নজির ও সিদ্ধান্তসমূহ অত্যন্ত সতর্কতা ও নিবিড়ভাবে বিচার বিশ্লেষণ করিলাম। দরখাস্তকারীর বিজ্ঞ আইনজীবীর বক্তব্য এবং উল্লেখিত নজির এর সিদ্ধান্তের সঙ্গে আমরা ভিন্নমত পোষণ করিতেছি। অন্যদিকে ৩নং প্রতিবাদী পক্ষের বিজ্ঞ ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল এর বক্তব্য এবং উদ্বৃত নজিরগুলির সিদ্ধান্তসমূহের মধ্যে অত্যন্ত জোরালো এবং যুক্তিপূর্ণ উপাদান বিদ্যমান আছে। সেহেতু আমরা একমত যে, বর্ণিত অবস্থা ও কারণে রুলটি রক্ষণীয় নহে বিধায় খারিজযোগ্য।

অতএব,

ফলাফল,

সার্বিক বিবেচনায় দরখাস্তকারীগণের আবেদনটি রীট এখতিয়ারে রক্ষণীয় নহে, বিধায় রুলটি বিনা খরচায় খারিজ করা হইল।

অত্র আদালত কর্তৃক প্রদত্ত নিষেধাজ্ঞার আদেশ প্রত্যাহার করা হইল।

.বিচারপতি এ,এইচ, এম, শামসুদ্দিন চৌধুরী

আমি একমত।